দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 09. JUN. 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১-৫

নাগেশ্বরীতে ৭০টি মাধ্যমিক স্কুলে চারু ও কারুকলা শিক্ষক নেই

■ নাগেশ্বরী (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা

উপজেলার ৭০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চারু ও কারুকলা শিক্ষক নেই। নির্ধারিত শিক্ষক ছাড়াই চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম। ২০১৩ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক হিসেবে চারু ও কারুকলা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে। সেই অনুযায়ী ওই বিষয়ের উপর ৬ষ্ঠ -৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রচনামূলক ৩০, ছবি আঁকা, নকশা ও রং করা ২০ মোট ৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোয় চারু ও কারুকলা বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় এ বিষয়ের কোন শিক্ষক নেই।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণির ক্লাস রুটিনে অন্য বিষয়ের শিক্ষককে চারু ও কারুকলা বিষয় দেয়া হলেও ছবি আঁকতে না পারার অযুহাতে অধিকাংশ শিক্ষক শ্রেণি পাঠদান করাতে চান না। ফলে প্রায় সারা বছরই এ বিষয়ে ক্লাস হয় না বললেই চলে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক করায় পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের মত এটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই সদরের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর জেএসসি পরীক্ষার এক মাস পূর্বে স্থানীয় পেশাদার চিত্র শিল্পীকে মৌখিক চুক্তিতে নিয়োগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ের উপর কিছুটা ধারণা দেয়া হয়। কিন্তু গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে এ সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীরা কোন ধারণা ছাড়াই গত দুই বছর থেকে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে। এ অবস্থায় ২০১৫ শিক্ষা বছরে পহেলা জানুয়ারি বই উৎসবের পরদিন থেকে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক ছাড়াই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ ব্যাপারে দয়াময়ী পাইলট একাডেমির প্রধান শিক্ষক কেএম আনিছুর রহমান, সুখাতী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হাকিম, নেওয়াশী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, বালাটারী উচ্চ বিদ্যালয়ের আমিনুল ইসলামসহ অধিকাংশ প্রধান শিক্ষক জানান, চারু ও কারুকলা শিক্ষক না থাকায় অন্য বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে পাঠদান করানো হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষকদের এ বিষয়ের উপর দুই দিনের কারিকুলাম প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও তা পর্যাপ্ত নয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম বলেন, যেহেতু বিষয়টি আবশ্যিক করা হয়েছে, সেহেতু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইতিমধ্যে বিষয়ে শিক্ষকদের দুইদিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।